যুগান্তর

তারিখ ... ১৬.৯.২০১০ ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৩ ...

২) শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)ঃ

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৪ -এপ্রিল ২০১২, (গ) প্রকল্প এলাকা ঃ ৬টি বিভাগীয় শহর (নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরসহ), (ঘ) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ২,০০,০০০ কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীকে (৬০% মেয়ে শিশু) ৮,০০০ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মানসম্মত ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা এবং এদের মধ্যে থেকে ১৩+ বয়সী ৫,০০০ কিশোর- কিশোরীকে জীবিকায়ন দক্ষতাউন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সংগে সম্পৃক্ত করা।

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ২টি বৃহৎ প্রকল্প-প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

বর্তমানে দেশে বিরাজমান ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ । সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত ***(১) মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (৬১ জেলা)*** ও ***(২) মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (৩টি পার্বত্য জেলা)*** নামক ২টি বৃহৎ প্রকল্প-প্রস্তাব বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রকল্প দু'টির মাধ্যমে উল্লিখিত ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানসহ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা দেয়া হবে এবং একই সাথে সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনের পর ১৫-২৫ বছর বয়সী ১৩.০৬ লক্ষ নব্যসাক্ষরকে (মোট শিক্ষার্থীর ৩২%) অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় জীবিকায়ন দক্ষতাউন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মদক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিকে পরিণত করা হবে।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত আরও ৩টি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে ঃ

১. ৫৬ টি জেলা শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী "কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবিকায়ন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প" ।
২. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে "Equivalence in Non-Formal Education " প্রকল্প।
৩. তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় জীবনব্যাপী শিক্ষা (Lifelong Learning) প্রকল্প।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির আলোকে দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার টেকসই বাস্তবায়ন কলাকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ তৈরী এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ-এর ভিত্তিতে দেশে একটি শক্তিশালী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর তৈরীর মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাহিদাভিত্তিক, অর্জন-উপযোগী ও বাস্তবমুখী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপকতা রয়েছে। এ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর। দরিদ্র, সুযোগবঞ্চিত এসব খেটে-খাওয়া বিশাল সংখ্যক মানুষকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনার কোন সুযোগ নেই। এ অবস্থায় দেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক, অর্জন-উপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মানুষের জন্য শিক্ষার আলো জ্বালতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রেজাউল কাদের
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সাক্ষরতা অর্জন, জনতার ক্ষমতায়ন
Literacy and Empowerment

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

- বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ৮২,২১৮
  - সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস) ঃ ৩৭,৬৭২
  - রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (আরএনজিপিএস) ঃ ২০,০৮৩
  - নন-রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৯৬৬
  - পরিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ ৫৪
  - কমিউনিটি বিদ্যালয় ঃ ৩,২৬৩
  - কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় ঃ ২,৯৮৭
  - এনজিও বিদ্যালয় ঃ ৪০৮ } ১৫,৬৪৬
  - এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ৬,৭২৬ }
  - উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবেতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ৮,৯২০ }
  - উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ১,১৩৯
- শিক্ষকের সংখ্যা (সর্বমোট) ঃ ৩,৬৫,৯২৫
  - পুরুষ ঃ ২,১২,৯৭৪ জন (৫৮.২%)
  - মহিলা ঃ ১,৫২,৯৫১ জন (৪১.৮%)
- শিক্ষকের সংখ্যা (জিপিএস) ঃ ১,৮২,৮৯৯
  - পুরুষ ঃ ৮৬,৪৪৬ জন (৪৭.৩%)
  - মহিলা ঃ ৯৬,৪৫৩ জন (৫২.৭%)
- ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঃ ১,৬০,০১,৬০৫
  - ছাত্র ঃ ৭৯,১৯,৮৩৭ জন (৪৯.৫%)
  - ছাত্রী ঃ ৮০,৮১,৭৬৮ জন (৫০.৫%)
- শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত (জিপিএস,আরএনজিপিএস ও কমিউনিটি) ঃ ১:৫০
- স্থূল ভর্তির হার (জিইআর) ঃ ৯৭.৬%
- নীট ভর্তির হার (এনইআর) ঃ ৯০.৮%
- সাক্ষরতার হার ঃ ৫৩%
- বাৎসরিক সংযোগ ঘন্টা-১ম-২য় শ্রেণী ঃ ৮৬৩ ঘন্টা
  - ৩য়-৫ম শ্রেণী ঃ ১,৫৩৭ ঘন্টা
- স্কুল সমাপনী পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার (২০০৮) ঃ ৯১.৭৭%
- রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের কেন্দ্র-সংখ্যা ঃ ১৪,৮৯৪
  - রস্ক শিক্ষার্থী-সংখ্যা ঃ ৪,৯১,১৬৬ জন
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট (এসকেটি) বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ৭৩
  - এসকেটি শিক্ষার্থী-সংখ্যা ঃ ১৬,০০১ জন
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা ঃ ৭,৭০০
  - পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্প ঃ ১,০৫৪
  - হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প ঃ ৬,৬৪৬
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ ২,২৯,৭৮০
  - পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্প ঃ ৬৩,৭৮০
  - হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প ঃ ১,৬৬,০০০
- ২০০৯-২০১০ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ঃ ২,৮২৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।
  - প্রকল্প সংখ্যা ঃ ৯টি
- ২০০৯-২০১০ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন বরাদ্দ ঃ ৩,৭৫৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।